৪৭তম BCS প্রিলি

Full Course

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ১২

টপিক:

✓ বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ-০২ (সংগঠন, বিভিন্ন সূচক, সম্মেলন, বিভিন্ন পুরস্কার ইত্যাদি) ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উচ্ছ্বাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

৩

Job solution → 2 — 2-3

চীন

* continuing

Recent

* সম্মেলন

NATO

ASEAN

suggestion

(i)

(ii) Expiry

BRICS

❑ হায়াত তাহরির আল-শাম

হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস), সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের (২০১১-২০১৪) সময় আবির্ভূত জঙ্গি ইসলামপন্থী গোষ্ঠী এবং ২০২৪ সালে আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিদ্রোহী বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়, যার ফলে তার পরিবারের পাঁচ দশকের শাসনের অবসান ঘটে। এইচটিএস আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৭ সালে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহী সংগঠনের একীভূতকরণের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল, যার মূল ছিল নুসরা ফ্রন্ট (জাবাহাত আল-নুসরা), একটি সিরিয়ান বিদ্রোহী গোষ্ঠী যা ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত আল-কায়েদার সাথে যুক্ত ছিল । ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আগে, এই গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাস্তববাদী এবং মিডিয়া-বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা। আহমেদ আল-শারা (যাকে তার উপাধি আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি নামেও পরিচিত), যিনি ইরাকে আল-কায়েদার ব্যানারে যুদ্ধ করার পর নুসরা ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও এইচটিএস সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের সরকারের বিরুদ্ধে আধাসামরিক অভিযানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক জিহাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে অংশগ্রহণ করেনি, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং তুরস্ক (তুরস্ক), সেইসাথে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ সহ অনেক দেশ আল-কায়েদার সাথে এর পূর্বের সংযোগ এবং একটি জঙ্গি সংগঠন হিসাবে এর অব্যাহত কার্যক্রমের উদ্বেগের কারণে এটিকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছে।

❑ থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স

মিয়ানমারে বিদ্রোহী গ্রুপগুলো এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে জান্তাবিরোধী হামলা চালায়। কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিদ্রোহীদের তিনটি নৃতাত্ত্বিক সশস্ত্র সংগঠন- তা'য়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (TNLA), আরাকান আর্মি (AA) এবং মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (MNDA) মিলে 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' নামে একটি জোট গঠন করে। এই থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স বা মিয়ানমারের সশস্ত্র এথনিক আর্মড গ্রুপগুলোর যে কোয়ালিশন তৈরি হয় সেটা মূলত NUG'র ছত্রছায়ায় বা NUG'র সমর্থনে। আবার NUG-ও তাদের সমর্থন পাচ্ছে।

অপারেশন ১০২৭: থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স ২৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে অনেক প্রদেশে তাতমাদো'র সেনা চৌকিগুলোতে হামলা চালায়। হামলার দিনকে স্মরণীয় রাখতে তারা অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন ১০২৭' (Operation 1027)। পরবর্তীতে পিডিএফসহ অনেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী এ অপারেশনে অংশ নেয়। সামরিক জান্তার হাত থেকে পুরো মিয়ানমার মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'অপারেশন ১০২৭' চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বিদ্রোহীরা।

❑ আরাকান আর্মি

এটি প্রধানত রাখাইন রাজ্য (আরাকান) ভিত্তিক ইউনাইটেড লীগ অব আরাকান (ULA) এর সামরিক শাখা। এটি প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংগঠন। বর্তমানে মিয়ানমারে এটি সবচেয়ে বেশি অস্ত্রের অধিকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠী। আরাকান আর্মির মধ্যে অনেক রোহিঙ্গা বিদ্রোহীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় এবং প্রশিক্ষিত সশস্ত্র গোষ্ঠী। এটি ১০ এপ্রিল ২০০৯ প্রতিষ্ঠিত হয় যার প্রধান মেজর জেনারেল তুন মিয়াত নাইং।

❑ মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি

চীন সীমান্তের উত্তরাঞ্চলের শান রাজ্যে পরিচালিত হয় মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (MNDAA)। তারা স্থানীয় কোকাং জাতিগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছে। এটি বার্মিজ সরকারের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম সশস্ত্র সংগঠন। সংগঠনটি ১২ মার্চ, ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে প্রায় ১০ হাজার সৈন্য রয়েছে।

❑ তা'য়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি

এটি মিয়ানমারের শান স্টেট কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল পালাউং স্টেট লিবারেশন ফ্রন্ট (PSLF) এর সশস্ত্র শাখা। তারা এইক বং এর নিয়ন্ত্রণে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাহিনীতে আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ হাজার সৈন্য রয়েছে।

❑ আরও কিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠী

ওয়া	ওয়া হচ্ছে একটি শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠী যাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও ২০-৩০ হাজারের মতো সেনা রয়েছে। এদের সমর্থন দেয় চীন। ১৯৮৯ সালে তারা মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সাথে একটি অস্ত্র বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর থেকে তারা সাধারণত সশস্ত্র সংঘাত এড়িয়ে চলে।
চিন জাতিগোষ্ঠী	ভারতের সাথে সীমান্ত এলাকায় চিন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান। তারা তাদের রাজ্যে বেশ প্রভাবশালী এবং সম্প্রতি তারা রিখাওদার নামে সীমান্ত শহর দখল করে নেয়।
কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন	মিয়ানমারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন। তারা থাইল্যান্ড সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটগুলোতে থাকা সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে অভিযান জোরদার করেছে। সর্ব দক্ষিণের রাজ্য তানিথারিতে বর্তমানে সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে নিয়মিত হামলা চালানো হয়।

❑ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TPP)

তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (TPP) এর ২১ ডিসেম্বরের হামলায় পাকিস্তানের ১৬ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে পাকিস্তান তাদের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান রাজ্যের সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের পাতিকা অঞ্চলে বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তানের দাবি তারা TPP এর অবস্থানগুলোতে হামলা চালিয়েছে, যার বিপরীতে তালেবান সরকারের দাবি এই হামলায় নারী ও শিশুসহ অন্তত ৪৬ জন্য বেসামরিক লোক মারা গিয়েছে। ফলে আফগান সরকার এর প্রতিশোধস্বরূপ আফগানিস্তান-পাকিস্তানের সীমানা ডুরান্ড লাইন বরাবর হামলা চালিয়েছে।

❑ USA-NATO সম্পর্ক:

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি সহ ৩২টি দেশের সামরিক জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো বহুদিন ধরেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের চক্ষুশূল। তিনি প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বলেছিলেন যে, কোনো দেশ যদি প্রতিরক্ষা খাতে তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ ব্যয় না করে তাহলে তারা আক্রমণের শিকার হলেও যুক্তরাষ্ট্র তাদের সহায়তা করবে না। চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুর দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্যদের আহ্বান জানান, যেন তারা প্রতিরক্ষায় ব্যয় বাড়ায় এবং তাদের জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশ প্রতিরক্ষায় বরাদ্দ করে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনি ওয়েবসাইটের বর্ণনা অনুযায়ী তার লক্ষ্য হলো – 'ন্যাটোর উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পুনর্মূল্যায়ন'। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটোর প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারেন। যেমন তিনি ইউরোপে নিযুক্ত মার্কিন সেনার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন।

❑ USA-WHO:

রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়া।

WHO

অর্থ স্থগিতকরণ:

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩ মাসের জন্য বিদেশে সব ধরনের সহায়তা কার্যক্রম স্থগিত করেছে এবং নতুন সাহায্যের অনুমোদন বন্ধ করেছে। এ স্থগিতাদেশ জরুরি খাদ্য সহায়তা এবং ইসরায়েল ও মিশরের জন্য সামরিক তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ফলে, গাজা ও অন্যান্য যে সব জায়গায় খাদ্য সংকট চলছে সেখানে জরুরি খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ

সূচক	প্রকাশক/প্রতিবেদন	তালিকায় শীর্ষ দেশ	তালিকায় সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক	Institute for Economics & Peace (IEP)	বুরকিনা ফাসো	–	৩২তম
বৈশ্বিক জিডিপি তালিকা	IMF	যুক্তরাষ্ট্র (২য়-চীন)	–	৩৫তম
গণতন্ত্র সূচক	–	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৫তম
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক		সোমালিয়া	বেলারুশ	৮৪তম
বৈশ্বিক শান্তিসূচক	ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস	আইসল্যান্ড	ইয়েমেন	৯৩তম (দক্ষিণ এশিয়ায় ৩য়)
ই গভর্নমেন্ট সূচক	জাতিসংঘ	ডেনমার্ক	দক্ষিণ সুদান	১০০তম
আইনের শাসন সূচক	–	ডেনমার্ক	ভেনিজুয়েলা	১২৭তম

সূচক	প্রকাশক/প্রতিবেদন	তালিকায় শীর্ষ দেশ	তালিকায় সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন	–	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১২৯তম
মানব উন্নয়ন সূচক	UNDP	সুইজারল্যান্ড	সোমালিয়া	১২৯তম
মত প্রকাশের স্বাধীনতা সূচক	–	ডেনমার্ক	উত্তর কোরিয়া	১৩১তম
ব্যয়বহুল শহর	–	হংকং, চীন	আবুজা, নাইজেরিয়া	ঢাকা-১৪০তম
মুক্ত গণমাধ্যম সূচক	–	নরওয়ে	ইরিত্রিয়া	১৬৫তম
বিশ্ব বাসযোগ্য শহর	ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	দামেস্ক, সিরিয়া	ঢাকা-১৬৮তম

* সুখ — ফিনল্যান্ড
শান্তি → আইসল্যান্ড

❑ বিভিন্ন প্রতিবেদন/ রিপোর্ট

প্রতিবেদন / রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য
বিশ্বের অভিবাসন প্রতিবেদন- ২০২৪	➢রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ: ভারত। ➢রেমিট্যান্স উৎসে/প্রেরণে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ➢রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান: অষ্টম। ➢অভিবাসী প্রেরণে শীর্ষ দেশ: ভারত (বাংলাদেশ ষষ্ঠ)।
বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি- ২০২৪	➢রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ➢আমদানিতে শীর্ষ দেশ: ভারত।
বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন- ২০২৪	➢প্রকাশক: জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) ➢বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ➢বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র।

প্রতিবেদন / রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য
বিশ্ববাণিজ্য পরিসংখ্যান- ২০২৪	➢প্রকাশক: WTO ➢বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন। ➢বৈশ্বিক আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র।
ইথনোলগ রিপোর্ট- ২০২৪ (ভাষা)	➢সর্বাধিক ভাষার দেশ: পাপুয়া নিউগিনি। ➢সর্বনিম্ন ভাষার দেশ: উত্তর কোরিয়া (মাত্র ১টি)। ➢সর্বাধিক বিদেশি ভাষার ব্যবহার হয়: যুক্তরাষ্ট্রে। ➢সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা: ইংরেজি (বাংলা- ৭ম)। ➢মাতৃভাষার বিবেচনায় ১ম: মান্দারিন (বাংলা ভাষার অবস্থান- ৫ম)।

❑ দুর্নীতির ধারণা সূচক (CPI) ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI) প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (CPI) ২০২৪ অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪তম সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। তালিকার উচ্চক্রম অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫১তম, যেখানে স্কোর ২৩, যা বিগত ১৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৪ এবং অবস্থান ১২তম। এ বছর দুই ধাপ অবনতি হয়েছে। সমান স্কোর নিয়ে কঙ্গো ও ইরান একই অবস্থানে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন এবং আফগানিস্তান সর্বনিম্ন (১৭ স্কোর)।

১৯৯৫ সাল থেকে TI প্রতি বছর এই সূচক প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ২০০১ সালে তালিকাভুক্ত হয়।

❑ বৈশ্বিক সামরিক শক্তি

- ✓ প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৫
- ✓ প্রকাশক: গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (GFP)।
- ✓ র‍্যাংকিংয়ের শিরোনাম: 2025 Military Strength Ranking
- ✓ অন্তর্ভুক্ত দেশ: ১৪৫টি।
- ✓ র‍্যাংকিং অনুযায়ী-
- ➢ **সামরিক ব্যয়ে-**
- ✓ শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র
- ✓ সর্বনিম্ন দেশ: ভুটান।
- ➢ **সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান:** ৪. ভারত, ১২. পাকিস্তান, ৩৫. বাংলাদেশ, ৬৯. শ্রীলঙ্কা, ১১৮. আফগানিস্তান, ১২৯. নেপাল ও ১৪৫. ভুটান।

POLL QUESTION-01

➲ মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-

(a) ১২৭তম

(b) ১২৯তম

(c) ১৩১তম

(d) ৯৩তম

❑ হেনলি পাসপোর্ট সূচক

- ✓ প্রকাশ: ৮ জানুয়ারি ২০২৫
- ✓ প্রকাশক: যুক্তরাজ্যভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Henley & Partners
- ✓ অন্তর্ভুক্ত দেশ: ১৯৯টি।
- ✓ প্রতিবেদনের শিরোনাম: The Henley Passport Index: Q1 2025 Global Ranking

➢ **প্রতিবেদন অনুযায়ী-**

- ✓ সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট সিঙ্গাপুরের। এ দেশের নাগরিকরা ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন অন্তত ১৯৫টি দেশে।
- ✓ সর্বনিম্ন দেশ আফগানিস্তান, ভিসা ছাড়া ভ্রমণ ২৬টি দেশে।
- ✓ বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারে।

❑ এক নজরে ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু সম্মেলন:

সম্মেলন	তম	স্থান ও সময়	পরবর্তী স্থান ও সময়
BRICS	১৬তম	রাশিয়া; ২২-২৪ অক্টোবর, ২০২৪	ব্রাজিল; ২০২৫
G-20	১৯তম	ব্রাজিল; ১৮-১৯ নভেম্বর, ২০২৪	দক্ষিণ আফ্রিকা; ২০২৫
আরব লীগ	৩৩তম	বাহরাইন; ১৬ মে, ২০২৪	ইরাক; ২০২৫
G-7 (Group of 7)	৫০তম	ইতালি; ১৩-১৫ জুন, ২০২৪	কানাডা; ২০২৫
NATO	৩৪ তম	যুক্তরাষ্ট্র; ৯-১১ জুলাই, ২০২৪	নেদারল্যান্ডস; ২৪-২৬ জুন, ২০২৫
SCO	২৪তম	কাজাখস্তান; ২-৪ জুলাই, ২০২৪	চীন; ২০২৫
BIMSTEC	৫ম	শ্রীলঙ্কা; ৩০ মার্চ, ২০২২	থাইল্যান্ড
D-8	১১তম	মিশর; ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪	-
Commonwealth	২৭তম	সামোয়া; ২১-২৬ অক্টোবর, ২০২৪	অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারমুডা; ২০২৬
APEC	৩১তম	পেরু; ১০-১৬ নভেম্বর, ২০২৪	দক্ষিণ কোরিয়া; ২০২৫

১৬ তম BRICS সম্মেলন

- ✓ ২২-২৪ অক্টোবর, ২০২৪ সালে রাশিয়ার কাজা শহরে BRICS এর ১৬ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো-

The system for transfer of financial messages

- ✓ SWIFT এর বিকল্প আন্তর্জাতিক পেমেন্ট মাধ্যম রাশিয়ার SPFS, চীনের CIPS প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা।
- ✓ নতুন সদস্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিতে ভৌগোলিক পরিসর বৃদ্ধির সাথে নতুন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টির পরিকল্পনা করা।
- ✓ যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত G-7 এর বিপরীতে BRICS কে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা।
- ✓ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন যুদ্ধে মার্কিন ইন্ধন থামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এই জোটের ভূমিকা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা।
- ✓ গাজা ও লেবাননে নিধনযজ্ঞ বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা।

cross border interbank payment system

❑ NATO শীর্ষ সম্মেলন (৩৪ তম)

✓ ৯-১১ জুলাই, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ন্যাটোর ৩৪ তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে ৩২ সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এশিয়ায় ন্যাটোর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও পশ্চিম ইউরোপে চীনের প্রভাব ঠেকানোর লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদের আমন্ত্রণ জানান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য দিক-

✓ ইউক্রেনকে ন্যাটোতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং রাশিয়াকে চীনের সমর্থন বন্ধের জন্য করণীয় নিয়ে আলোচনা

✓ ২০২৬ সালের জন্য ইউক্রেনের জন্য ৪৩.২৮ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা দিতে সম্মতি।

✓ বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র রাখার ঘোষণার নিন্দা জানানো ও রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি নিয়ে সমালোচনা।

D-8

- ✓ "Investing in Youth Supporting Small and Medium Enterprises Shopping Tomorrow's Economy" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে মিশরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় ১১ তম D-8 সম্মেলন। এই সম্মেলন ভবিষ্যতের অর্থনীতির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব এবং এখানে যুব সমাজের অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে। এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য দিক-
- ✓ গাজা ও লেবাননের মানবিক সংকট: এই দুই অঞ্চলের সংকট নিরসনের পর পুনর্গঠন এবং মানবিক সহায়তা বাড়ানোর উপর জোর প্রদান করা হয়।
- ✓ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সাথে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূসের বৈঠকে বাণিজ্য প্রসার ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে। এর বাইরে ড. মুহম্মদ ইউনূসের সাথে PLO মহাসচিব হুসেই আল শেখের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার বিষয়ে আলাপ হয়েছে।
- ✓ জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

SME

❑ G-20

জি-২০ সম্মেলন ১৮-১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে ব্রাজিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেছে। সম্মেলনের মূল থিম ছিল "একটি ন্যায়সংগত বিশ্ব এবং একটি টেকসই গ্রহ গড়া"।

➢ **সম্মেলনের মূল বিষয়াবলি**

- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন, জৈব বৈচিত্র্য হ্রাস এবং পরিবেশ দূষণের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।
- ✓ আয় অসমতা, বৈষম্য এবং দারিদ্র্য হ্রাসে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।
- ✓ সুষ্ঠু এবং মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।
- ✓ বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার এবং মহামারির মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।
- ✓ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

❑ COP-29

১১-২২ নভেম্বর ২০২৪ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের রূপরেখার আলোকে আজারবাইজানের বাকুতে 'ইন সলিডারিটি ফর এ গ্রিন ওয়ার্ল্ড' স্লোগানে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা COP29 অনুষ্ঠিত হয়।

➢ COP29- এর আলোচ্য বিষয়

- ✓ COP29- এর লক্ষ্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি 1.5°C - এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- ✓ লস এন্ড ড্যামেজ তহবিল কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া যাতে ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র (SIDS) এবং স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs) বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়কে সহায়তা করা।
- ✓ আজারবাইজানের বাকুতে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড (CFAF) চালু করা হয়, যার মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ এবং কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বার্ষিক ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা চাওয়া হয়।

➢ প্রাপ্তি

✓ COP29 সম্মেলনে জলবায়ু সংকট নিরসনে বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে উন্নত দেশগুলো।

✓ আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোকে নিয়ে একটি নতুন নেটওয়ার্ক চালুর ঘোষণা দেন। যার মধ্যে থাকবে সংঘাত পীড়িত গ্রুপ অব সেভেন প্লাস-এর বেশি কিছু দেশ। গ্রুপ অব সেভেনের দেশ- বুরুন্ডি, শাদ, ইরাক, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, পূর্ব তিমুর এবং ইয়েমেন।

➢ বাংলাদেশের এজেন্ডা

কপ-২৯-এ বাংলাদেশের এজেন্ডা তিনটি প্রধান বিষয়সূচিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন বাস্তবায়ন ও ক্ষয়ক্ষতির তহবিল কার্যকর করা।

❑ UNGA- United Nations General Assembly

দারিদ্র্য, অসমতা, পরিবেশ প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের জাতিসংঘের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিয়ে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ সম্মেলন। এই সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য সূচির মধ্যে ছিল-

- ✓ ২২-২৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নেতারা UN প্রধান কার্যালয়ে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোকপাত করেন। SDG ও জাতিসংঘ সনদ সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপর জোর দেন তারা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের গৃহীত পদক্ষেপে পরবর্তী প্রজন্ম কীভাবে লাভবান হবে তাও উঠে এসেছে এতে।
- ✓ ২০৩০ সালের মধ্যে SDG এর লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতে কী কী চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয় এই সভায়। এতেও SDG বাস্তবায়নে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- ✓ বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিশ্ব নেতারা একত্রিত হন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বক্তব্য রাখেন।
- ✓ পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত নব্য জটিলতা, এর সমাধানে রাষ্ট্র প্রধানদের পরিকল্পনা পেশ করা হয় এই আলোচনায়। উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর ক্ষতি পূরণে এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয় এই সভায়। পাশাপাশি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় Antimicrobial Resistance তথা জীবাণু প্রতিরোধ নিয়ে হয় পরিকল্পনা।
- ✓ বৈশ্বিক পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ জাতিসংঘের ১৯৪৬ সাল থেকেই লক্ষ্য। যা বাস্তবায়নের পথে এবারও জাতিসংঘে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ IRENA অ্যাসেম্বলি

- ✓ IRENA-International Renewable Energy Agency
- ✓ **আয়োজন:** ১৫তম
- ✓ **সময়কাল:** ১১-১৩ জানুয়ারি ২০২৫
- ✓ **স্থান:** আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

❑ WEF বার্ষিক বৈঠক

- ✓ WER-World Economic Forum
- ✓ **আয়োজন:** ৫৫তম
- ✓ **সময়কাল:** ২০-২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ।
- ✓ **স্থান:** দাভোস, সুইজারল্যান্ড।

❑ ব্রিটিশ রাজার সম্মাননা

৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ বিভিন্ন খাতে স্বীকৃতি স্বরূপ ১,২০৩ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ব্রিটেনের রাজার সম্মাননার জন্য নাম ঘোষণা করা হয়। ২০২৫ সালের বিজয়ীদের মধ্যে ৪৯% নারী। এ সম্মাননা সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি, সম্পৃক্ততা এবং পেশাদার প্রতিভাকে সম্মানিত করে এবং তাদের ব্যতিক্রমী সাফল্য ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয়। এবারের তালিকায় সম্মানসূচক নাইট উপাধিতে ভূষিত হন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লন্ডনের মেয়র সাদিক খান।

❑ বাংলাদেশ মেডেল ফর ডিপ্লোম্যাটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

কূটনীতিতে অবদান রাখা একজন দেশি ও একজন বিদেশি কূটনীতিককে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। বর্তমানে পুরস্কারের নাম বাংলাদেশ মেডেল ফর ডিপ্লোম্যাটিক এক্সিলেন্স। ২০২৫ সালে বিদেশি কূটনীতিকের মধ্যে এ পুরস্কার পান ঢাকায় নিযুক্ত সৌদি আরবের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আল দুহাইলান। তবে দেশীয় কোনো কূটনীতিককে এবার এ পুরস্কার দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে চালু করার সময় এ পুরস্কারের নাম ছিল বঙ্গবন্ধু মেডেল ফর ডিপ্লোম্যাটিক এক্সিলেন্স।

❑ বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার

১৯৭৭ সালে বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে প্রথম এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিজয়ীদের দুই লাখ মার্কিন ডলার, ২৪ ক্যারেটের স্বর্ণপদক এবং একটি সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়।

➢ **২০২৫ সালের বিজয়ী-**

- ✓ ইসলামি অধ্যয়ন: অধ্যাপক সাদ আবদুল আজিজ আল রশিদ (সৌদি আরব) এবং অধ্যাপক সাঈদ ফাইয আল সাঈদ (সৌদি আরব)।
- ✓ বিজ্ঞান অধ্যাপক সুমিও ইজিমা (জাপান),
- ✓ চিকিৎসাশাস্ত্র: ড. মিশেল স্যাডেলেন (কানাডা)
- ✓ উল্লেখ্য, এ বছর আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলাম পরিষেবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।

❑ বুকার পুরস্কার

- ✓ ১৯৬৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত মৌলিক ইংরেজি ভাষার উপন্যাসের জন্য প্রতি বছর বুকার পুরস্কার দেওয়া হয়। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০ পাউন্ড। সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা মনোনীত বাকি পাঁচ লেখককেও ২৫০০ পাউন্ড করে দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কার লাভ করেন যুক্তরাজ্যের লেখক সামান্থা হার্ভে। অরবিটাল (Orbital) উপন্যাসের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।
- ✓ উপন্যাসটিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে কাটানো যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইতালি, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের ৬ মহাকাশচারীর জীবনের গল্প।
- ✓ ব্রিটিশ লেখক সামান্থা হার্ভে মূলত উপন্যাস এবং আত্মজীবনীমূলক লেখার জন্য পরিচিত। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত একজন বৃদ্ধের জীবন ও স্মৃতির বিবরণ নিয়ে লেখা তার উপন্যাস 'The Wilderness' ব্রিটিশ উপন্যাসের মর্যাদাপূর্ণ ওয়েভারলি অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয় এবং এর মাধ্যমে তার সাহিত্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ✓ Orbital বইটি ১৩৬ পৃষ্ঠার। এটি বুকারজয়ী দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ততম বই। বুকার পুরস্কারজয়ী সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত বইটি হলো Offshore ১৩২ পৃষ্ঠার। এ উপন্যাসের জন্য ১৯৭৯ সালে বুকার পুরস্কার লাভ করেন পেনেলোপ ফিটজগারেল্ড (Penelope Fitzgerald)।
- ✓ Orbital মহাকাশ নিয়ে লেখা প্রথম কোনো বই, যেটি বুকার পুরস্কার লাভ করলো।

❑ যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক সম্মাননা

৪ জানুয়ারি, ২০২৫ জো বাইডেন হোয়াইট হাউজে এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য হিলারি ক্লিনটন, জর্জ সরোস, ড্যানজেল ওয়াশিংটন, লিওনেল মেসিসহ ১৯ জন বিখ্যাত ব্যক্তিকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে চারজনকে মরণোত্তর এই পদক দেওয়া হয়।

➲ ব্রিকস- এর ১৭তম সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?

(a) কানাডা

(b) ব্রাজিল

(c) দক্ষিণ- আফ্রিকা

(d) চীন

* L – 3
* C – 3
* A – 2

* 5 marks –

→ 12

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়